FEB 26 2001

দৈনিক ইনকিলাব

বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী দাওয়া

বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় দু'দিনব্যাপী পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের গত ৬ ফেব্রুয়ারীর মহাসমাবেশের ঘোষণা অনুযায়ী এই কর্মসূচী পালিত হল। দেশে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের সমস্যার শেষ নেই। আর সকল সমস্যার মূলে রয়েছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুচিন্তিত, সুষ্ঠু বিধি-বিধানের আওতায় সুবিন্যস্ত না করার গাফিলতি। বিভিন্ন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে বক্তৃতা-বিবৃতিতে শিক্ষার ওপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে, সে তুলনায় বাস্তব ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন ও তার কার্যকর প্রয়োগের ব্যাপারে নজর কমই দেয়া হয়। এর ফলে, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্যা-সঙ্কট অন্তহীন। আর তাতে করে এসব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় শিক্ষার মানও ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। দেশে অন্ততপক্ষে দু'রকমের শিক্ষা চালু হয়েছে। মানের দিক থেকে এই তারতম্য অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনেও সমস্যা সৃষ্টি করবে। অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরও মেধার বিকাশ ঘটবে না; কিংবা যেভাবে ঘটার কথা, সেভাবে ঘটবে না। ফলে কর্মজীবনে তারা যেমন বঞ্চনার শিকার হবে, তেমনি জাতিও তাদের মেধাবী সেবা থেকে হবে বঞ্চিত। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের একই মানের শিক্ষা গ্রহণের যে নাগরিক অধিকার তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির অবসান বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই অপরিহার্য।

আজ বেসরকারী শিক্ষকরা যে দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য দু'দিনব্যাপী ধর্মঘটের মতো কর্মসূচী পালন করেছেন, সেদিকে নজর দিলে দেখা যাবে, এই দাবী-দাওয়াগুলো জরুরী ভিত্তিতে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। কেননা, এসবের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত জাতীয় আকাঙ্ক্ষার তাগিদ জড়িত রয়েছে। বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে রয়েছে, সরকারী কোষাগার থেকে ১০০ ভাগ বেতন-ভাতা প্রদানসহ পেশাগত ৬ দফা পূরণ ও শিক্ষক-স্বার্থবিরোধী ৯ দফা চুক্তি বাতিল– ইত্যাদি। শিক্ষকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট এই দাবী-দাওয়া জানিয়েছে, এ কারণেই তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে, তা নয়; বরং দেশের সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্যই সরকারকে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ ১০০%-এ উন্নীতকরণসহ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুরূপ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্যান্য ভাতা প্রদান করা হলে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায়, শিক্ষার সার্বিক মান ঐ সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অনুরূপ হয়ে ওঠবে, এটা সঙ্গতকারণেই আশা করা যায়। বলার অপেক্ষা রাখে না, অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতাপ্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা যেমন রয়েছে, তেমনি চাকরি বহাল রাখার ব্যাপার নিশ্চয়তাও কম। ফলে, বেসরকারী শিক্ষকদের যে আর্থিক অনটন ও মানসিক যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হয় তাতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগও তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। এছাড়া, বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতাকে স্থায়ী পেশা হিসেবে গ্রহণের আগ্রহও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কমই দেখা যায়। কাজেই, তাদের পক্ষে ত্যাগী শিক্ষক হয়ে ওঠার সুযোগইবা কোথায়!

এগুলো যে একেবারে নতুন কথা তা নয়। অতীতে বহুবার, বহুভাবে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এবং এই কলামেও বিশদভাবে লেখা হয়েছে। কিন্তু, বিষয়টি সরকারের যথাযথ মনোযোগ পাচ্ছে এমন মনে করা যায় না। কেননা, তাহলে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বিষয়টি চূড়ান্তভাবে ফয়সালা হয়ে যেতো। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৯০ ভাগ সরকারী কোষাগার থেকে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তবে তা করতে গিয়ে যে ৯ দফা চুক্তি সম্পাদন করিয়েছেন তাকে শিক্ষকরা তাদের স্বার্থবিরোধী বলে চিহ্নিত করেছেন। কেননা, তাতে এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা শিক্ষকদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করতে পারে এবং করছেও। বৃহত্তর স্বার্থে এসব শর্ত বর্জন করা কঠিনও নয় এবং অযৌক্তিকও নয়। সর্বোপরি, ৯০ ভাগের জায়গায় ১০০ ভাগ বেতন-ভাতা সরকারী কোষাগার থেকে প্রদানও জাতির জন্য বড় ধরনের ব্যয়ের কারণ হতে পারে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে– কল্যাণ রাষ্ট্রে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর বহু দেশে তা হচ্ছেও। বাংলাদেশে সে রকম উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ১০ ভাগে আটকে আছে। তার সাথে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান বাকী রয়েছে– যার সুন্দর সমাধান হয়ে যেতে পারে প্রচলিত সরকারী শিক্ষকদের চাকরিবিধির প্রয়োগ সর্বত্র সমভাবে হলে। আর এজন্য প্রয়োজন শিক্ষার মানোন্নয়ন তথা জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী-দাওয়াগুলো সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা।